ফরমেট করা, সেট আপ দেওয়া, প্রয়োজনীয় সফ্‌টওয়ার ডাউনলোড, পেন ড্রাইভ ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ ব্যবহার ইত্যাদি

Digital Literacy Center

ভাইয়া আমার মোবাইলের মেমোরি টা কাজ করছে না।
ফরমেট করে দে

ফরমেট আবার কী?
এতকিছু বুঝিস এটা পারিস না?

না এর আগে তো কাজে লাগেনি
ঠিক আছে শোন
অনেক সময় ডিভাইসে কোনো ভাইরাসের কারণে বা অন্য কোনো সমস্যার জন্য কিছু ফাইল পাওয়া যায় না,
বা ডিলিট করা যায় না তখন ফরমেট করা হলে ডিভাইসের সব ডাটা একসাথে ডিলিট হয়ে মেমোরি একদম খালি হয়ে যায়।
ডিজিটাল ডিভাইস ফরমেট করা এসব অসুবিধার সময় বেশ কার্যকর একটি পদ্ধতি।

ও আচ্ছা তাহলে একবার ফরমেট করবো?
অবশ্যই করবি। কিন্তু ফরমেট করার আগে কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে।

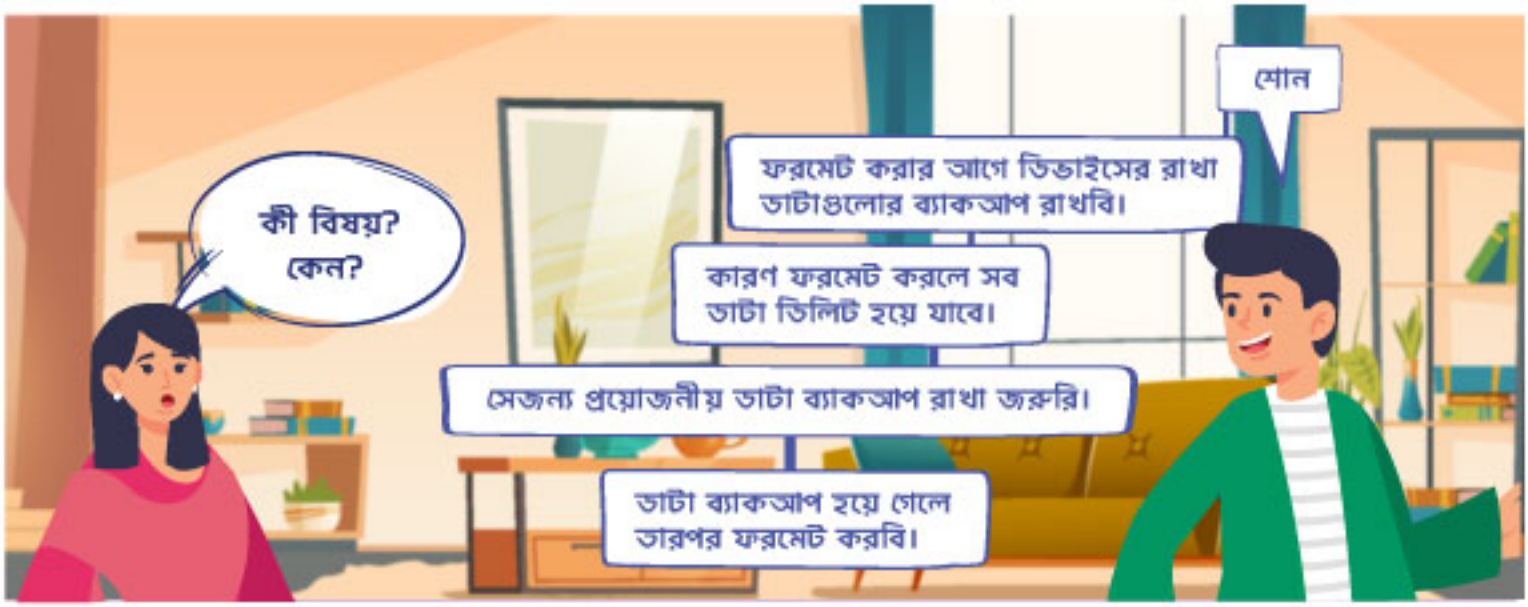
কী বিষয়? কেন?
শোন
ফরমেট করার আগে ডিভাইসের রাখা ডাটাগুলোর ব্যাকআপ রাখবি।
কারণ ফরমেট করলে সব ডাটা ডিলিট হয়ে যাবে।
সেজন্য প্রয়োজনীয় ডাটা ব্যাকআপ রাখা জরুরি।
ডাটা ব্যাকআপ হয়ে গেলে তারপর ফরমেট করবি।

ঠিক আছে। আচ্ছা ভাইয়া কখন কখন ফরমেট করা প্রয়োজন?
শোন ধর তোর ডিভাইস কাউকে দিয়ে দিবি বা বিক্রি করবি এমন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তথ্য একবারে মুছে ফেলার জন্য ফরমেট করতে হবে।
আবার অনেক সময় ডিভাইসে কোনো ভাইরাসের কারণে সমস্যা হতে পারে, ধীর হয়ে যেতে পারে।
মানে এখন তোর যা হয়েছে। এমন ক্ষেত্রে ফরমেট করা কার্যকর একটি উপায়।
তারপর ধর ডিভাইসের স্ক্রিন লকের পাসওয়ার্ড ভুলে গেলি।
এমন অবস্থায় ডিভাইসটি ফরমেট করা ছাড়া উপায় নেই।
এভাবে, ফোন ও কম্পিউটারের পাশাপাশি মেমোরি কার্ড, পেন ড্রাইভ, পোর্টেবল হার্ডডিস্ক এগুলোও ফরমেট করা যায়।

আচ্ছা তারপর?
তারপর হলো,
অনেক সময় কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে কোনো সমস্যা হলে পোর্টেবল হার্ডডিস্ক যা ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করা যায় ।
কম্পিউটারের স্টোরেজ যথেষ্ট মনে না হলে বা বাইরে গেলে পোর্টেবল হার্ডডিস্ক খুবই কার্যকর একটি ডিভাইস।
মোবাইল ফোন, ট্যাব, ডিজিটাল ক্যামেরায় ব্যবহারের জন্য কম আকারের স্টোরেজের জন্য ব্যবহৃত হয় মেমোরি কার্ড।
একে কার্ড রিডারের মাধ্যমে কম্পিউটারে যুক্ত করা যায়।
সিম কার্ডে ডাটা কিনে তার মাধ্যমে কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় মডেম।
এখানে সিম কার্ড যুক্ত করার জায়গা থাকে এবং একে ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করে কাজ করতে হয়।

ভাইয়া এগুলো তো খুবই প্রয়োজনীয়।
সেজন্যই তো বললাম।

তোকে অনেক ধন্যবাদ।

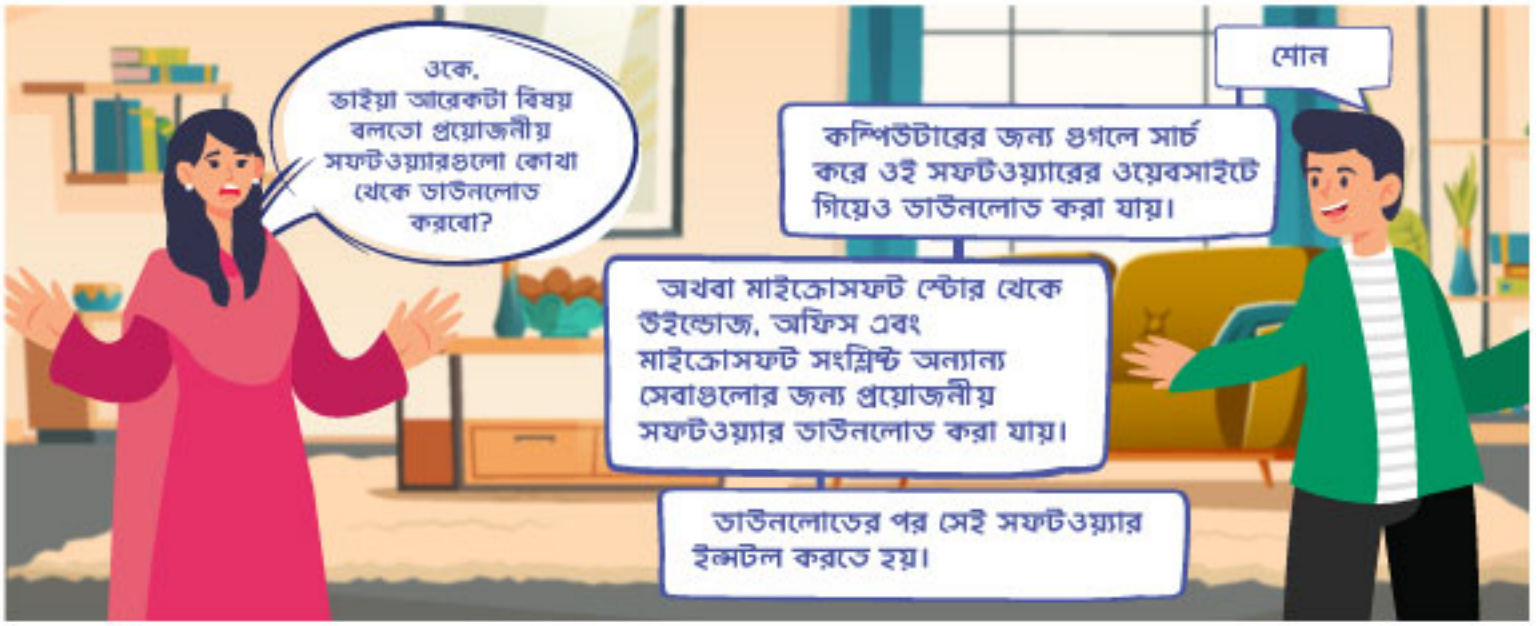
ওকে,
ভাইয়া আরেকটা বিষয় বলতো প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারগুলো কোথা থেকে ডাউনলোড করবো?
শোন
কম্পিউটারের জন্য গুগলে সার্চ করে ওই সফটওয়্যারের ওয়েবসাইটে গিয়েও ডাউনলোড করা যায়।
অথবা মাইক্রোসফট স্টোর থেকে উইন্ডোজ, অফিস এবং মাইক্রোসফট সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেবাগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ডাউনলোড করা যায়।
ডাউনলোডের পর সেই সফটওয়্যার ইন্সটল করতে হয়।

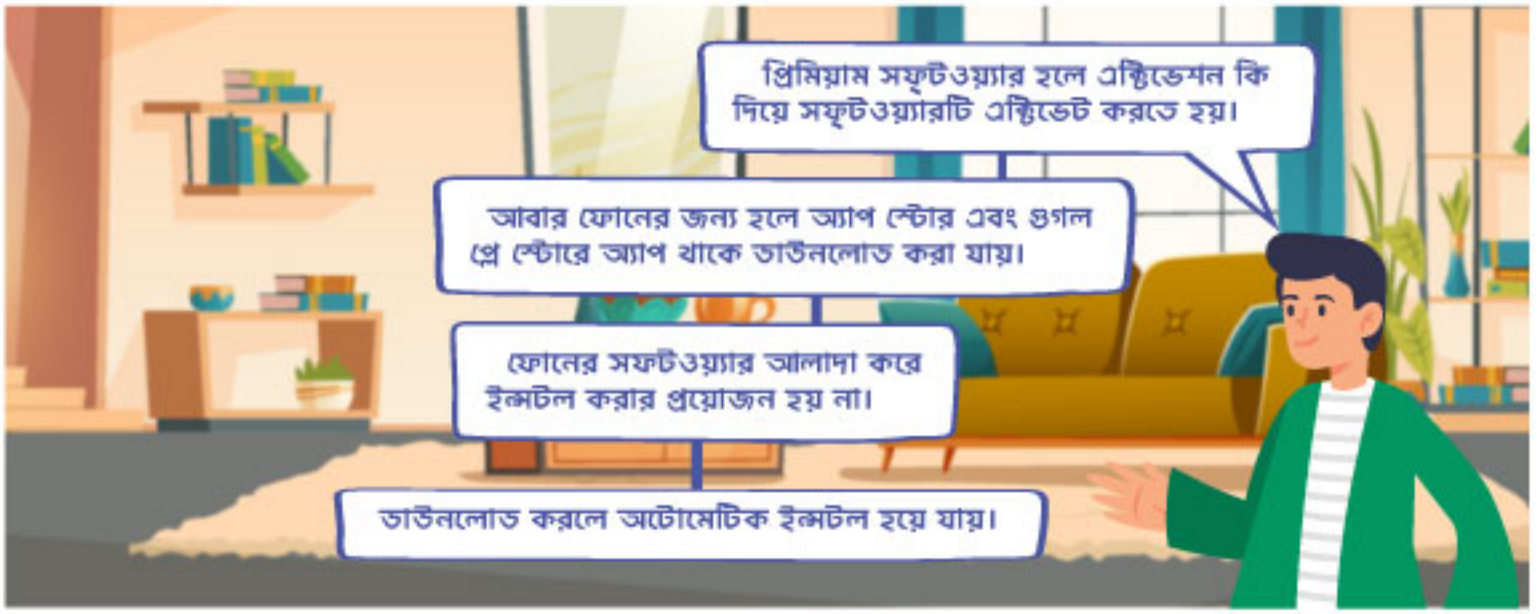
প্রিমিয়াম সফটওয়্যার হলে এক্টিভেশন কি দিয়ে সফটওয়্যারটি এক্টিভেট করতে হয়।
আবার ফোনের জন্য হলে অ্যাপ স্টোর এবং গুগল প্লে স্টোরে অ্যাপ থাকে ডাউনলোড করা যায়।
ফোনের সফটওয়্যার আলাদা করে ইন্সটল করার প্রয়োজন হয় না।
ডাউনলোড করলে অটোমেটিক ইন্সটল হয়ে যায়।

বাহ।
এত সহজেই?
হ্যাঁ। আচ্ছা তুই পেন ড্রাইভ ও অন্যান্য যন্ত্রাংশের ব্যবহার সম্পর্কে জানিস তো?

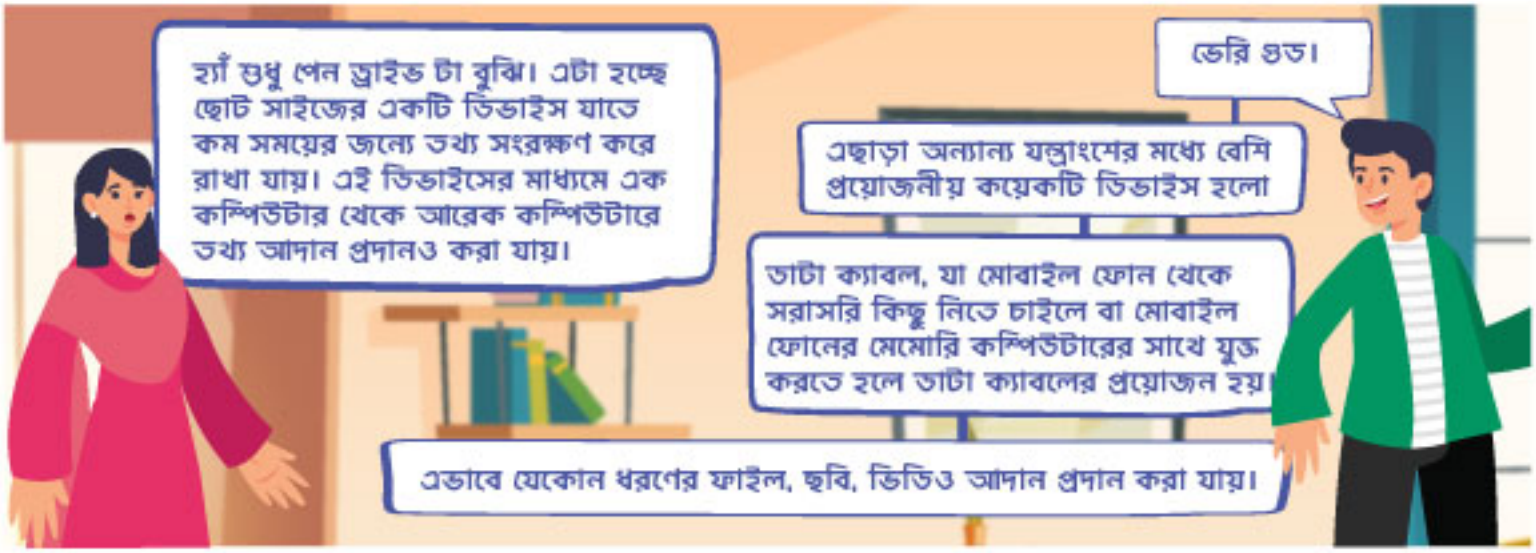
হ্যাঁ শুধু পেন ড্রাইভ টা বুঝি। এটা হচ্ছে ছোট সাইজের একটি ডিভাইস যাতে কম সময়ের জন্যে তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা যায়। এই ডিভাইসের মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটারে তথ্য আদান প্রদানও করা যায়।
ভেরি গুড।
এছাড়া অন্যান্য যন্ত্রাংশের মধ্যে বেশি প্রয়োজনীয় কয়েকটি ডিভাইস হলো
ডাটা ক্যাবল, যা মোবাইল ফোন থেকে সরাসরি কিছু নিতে চাইলে বা মোবাইল ফোনের মেমোরি কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করতে হলে ডাটা ক্যাবলের প্রয়োজন হয়।
এভাবে যেকোন ধরণের ফাইল, ছবি, ভিডিও আদান প্রদান করা যায়।